দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 2 9 APR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

শিক্ষাখাতে প্রতিশ্রুত বিদেশী সাহায্য আসছে না

আলোচনা সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের শিক্ষাখাতের জন্য প্রতিশ্রুত বিদেশী সাহায্যের কিছুই মিলছে না। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর (ইউএনডিপি) দেয়া হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর মাথাপিছু ৪২ ডলার, ২০১০ সাল পর্যন্ত ৫৫ ডলার এবং ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৭৫ ডলার বৈদেশিক সাহায্য দেবার কথা। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশ এখন পাচ্ছে মাথাপিছু মাত্র ১ ডলার। সুতরাং এই অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ কখনোই এমডিজি অর্জন কিংবা শিক্ষা ক্ষেত্রে সবার জন্য গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। এমনকি বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) বাস্তবায়নের জন্যও দাতারা যে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার থেকে বর্তমানে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ সাহায্য কম পাওয়া যাচ্ছে। এ অবস্থায় শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে না পারলে বাংলাদেশ শিক্ষা ক্ষেত্রেও সত্যিকারভাবে এমডিজির ল্যামাত্রার তেমন কিছুই অর্জন করতে পারবে না এবং গুণগত শিক্ষা সুদূর পরাহতই থেকে যাবে। বাংলাদেশের সার্বিক শিক্ষা পরিস্থিতি ও সরকারী নীতি নিয়ে গতকাল (শনিবার) ঢাকায় গণ সাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত এক আলোচনা সভায় দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, আমলা ও এনজিও প্রতিনিধিরা একথা বলেছেন। ঢাকার শেরাটন হোটেলে 'মানবাধিকার হিসেবে শিক্ষা : আমাদের অবস্থান কোথায়?' শীর্ষক এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী ড: ওসমান ফারুক এবং এ এস এইচ কে সাদেক, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উদেষ্টা ড: আকবর আলী খান, সি. এম. শফি স্বামী এবং কাজী ফজলুর রহমান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এম মোশারফ হোসেন ভূইয়া, বাংলাদেশে ইউনেস্কোর পরিচালক ড: মালামা ম্যালিসা, এনজিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব ড: সাদাত হোসেন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড: কাজী খলীকুজ্জামান, গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ডঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ডেইলী স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আয়েশা খানম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম, একশন এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর শোয়েব সিদ্দিকী, ঢাকা আহসানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি খোন্দকার জহুরুল আলম, আদিবাসী ফোরামের সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, প্রথম আলোর সাহযোগী সম্পাদক আবদুল কাইউম প্রমুখ।

আলোচনা সভায় সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক প্রাইমারী শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, মৌলিক শিক্ষা অর্জনের জন্য ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মোটেই যথেষ্ট নয়। আশপাশের দেশগুলোতেও এটা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হয়ে গেছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ব্রিটিশরাই এদেশে চালু করে গেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মান একই করার জন্য বিগত সরকার উদ্যোগ নিয়েছিল।

সাবেক শিক্ষা মন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, আওয়ামী লীগ শাসনামলে প্রণীত ২০০০ সালের শিক্ষা নীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত করার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে বিএনপি সরকার এসে এটা বাতিল করে দেয়। শিক্ষাখাতে দেয়া সরকারী বরাদ্দের প্রায় সবই শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও বিল্ডিং বানাতেই শেষ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কোন টাকা পাওয়া যাচ্ছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, পাকা দালানকোঠা বানিয়ে কখনো শিক্ষা নিশ্চিত করা যায় না।